পূর্ব্বে সপ্ত-বৎসর-যাবৎ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও পরে 'রহস্য সন্দর্ভের' পাঁচ পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎসাধনে বার্দ্ধক্যের সহিত কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সম্ভব অবশ্য মানিতে হইবে।...

কিন্তু ৬ষ্ঠ পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র "বিজ্ঞাপনে" রাজেন্দ্রলাল জানাইতে বাধ্য হইলেন যে—

> সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভূমিকাস্বরূপ ৬৭ খণ্ডের গোড়ায় যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

> যৎকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-চক্রে সম্ভ্রান্ত মাসিক পত্রিকার সম্যক অভাব ছিল, যৎকালে বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয় মাত্রেই দুই একখানি জ্ঞানগর্ভ পত্রিকার উদয় দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলেন এবং যৎকালে গৌড়ভাষারূপ সাগরের একমাত্র নলিনী তত্ত্ববোধিনীর বহুতর পরিমল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্য বশতঃ অপর সাধারণ সকলের সম্ভোগ্য ছিল না, তৎসময়ে বহু শুভকারিণী বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সভ্যগণ একখানি বহ্বর্থ বিকাশিনী মাসিক পত্রিকার সংস্থাপন বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে ১৭৭৬ সালে [শকে ?] শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উক্ত সমাজের সাহায্যে বিবিধার্থ সংগ্রহ নাম পত্র প্রকাশারম্ভ করেন ও তদবধি ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর তিনি উক্ত পত্র প্রকাশ করত পাঠকগণকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণাদি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিচিত করেন। উক্ত ছয় বৎসর কাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' যথানিয়মে প্রকাশিত হয়; কেবল মধ্যে বাঙ্গালা অনুবাদক সমাজ কিয়ৎকালের জন্য সাহায্য প্রদানে বিরত হওয়ায় উহার উদয়াভাব হইয়াছিল। ১৭৮২ শকে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদন ভার লয়েন এবং বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে সপ্তম খণ্ডের অষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করণান্তে তৎপ্রচার বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েন। এই রূপে বিবিধার্থ সংগ্রহের ধ্বংস হওয়াতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পুনর্ব্বার অনুবাদক সমাজের আনুকূল্যাবলম্বনে এই "রহস্য-সন্দর্ভ" প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়ৎকাল যথানিয়মে প্রকাশ করেন, পরে শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণ বশতঃ ইহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হয়েন। তদবধি রহস্য-সন্দর্ভের প্রচার বিষয়ে বিলক্ষণ অনিয়ম ঘটে এবং এক্ষণে বহুবিধ গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় মিত্র মহাশয়ের অবকাশাভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তিনি ষষ্ঠ পর্ব্বের ষষ্ঠ সংখ্যায় তৎপ্রকাশে নিবৃত্ত হওনের বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক জন সহৃদয় তাঁহাকে রহস্য-সন্দর্ভের বিসর্জ্জনে বিরত হইতে অনুরোধ করায় তিনি ঐ পত্র সম্পাদনের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দৃষ্টে পাঠকগণ বিশেষ জ্ঞাত হইবেন। ...শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

নূতন সম্পাদক ১২৭৮ সালে দুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা (৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব্ব শেষ করেন।* তিনি 'রহস্য-সন্দর্ভে'র "নব-

---

* কেদারনাথ মজুমদার ভুলক্রমে লিখিয়াছেন,—"প্রাণনাথ দত্ত পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া ১২৭৮ সালের ৬ষ্ঠ পর্ব্বের বাকী ছয় সংখ্যা বাহির করিয়া ১২৭৯ সালে সপ্তম পর্ব্ব রীতি মত বাহির করেন...।" —'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৭৬।

পর্ব্বাবলী" বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়া ৭ম পর্ব্বের শেষ সংখ্যার (৭৮ খণ্ডের) গোড়াতেই পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলেন যে—

> জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আমরা "রহস্য-সন্দর্ভে"র সপ্তম পর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম···।
>
> ···আমরা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতেছি যে ৩০ বৈশাখ হইতে "রহস্য-সন্দর্ভের"···নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে···।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' "নবপর্ব্বাবলী" বাহির হইল। ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। সম্পাদক ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া শেষ সংখ্যা অর্থাৎ ১২শ খণ্ডের শেষে এই বিজ্ঞাপনটি দিতে বাধ্য হইলেন :—

> বিজ্ঞাপন। আমরা যৎকালে রহস্য-সন্দর্ভের সম্পাদন কার্য্য স্কুলবুক সোসাইটির হস্ত হইতে গ্রহণ করি তৎকালে মনে করিয়াছিলাম যে 'রহস্য-সন্দর্ভ'কে নিঃসহায় দেখিয়া বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগী ও সহৃদয় মাত্রেই তাহার রক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। ···কিন্তু দুই চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাদিগের নিজ নিজ সহৃদয়তা গুণে যত্নবান্ হইলে কি হইবে? আমরা সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করণের পর ছয় মাস মধ্যেই প্রায় ৭০০ গ্রাহক হইয়াছিল কিন্তু বৎসরান্তে মূল্যপ্রাপ্তি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে শত ব্যক্তিও মূল্য দেন নাই। এই জন্য আমরা ডাকমাশুল দিয়া পত্র পাঠাইতে নিবৃত্ত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে যে গ্রাহকগণ রহস্য লইতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে তাঁহারা কৃপণতা কার্পণ্য করিলে আর ইহা চলিবে না।

'রহস্য-সন্দর্ভে'র পর্ব্বগুলি এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১ম পর্ব্ব	মাঘ, ১৯১৯ সংবৎ	হইতে	পৌষ, ১৯২০ সংবৎ,	১—১২ খণ্ড	
২য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২১ "	"	চৈত্র, ১৯২১ "	১৩—২৪	"
৩য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২২ "	"	চৈত্র, ১৯২২ "	২৫—৩৬	"
৪র্থ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৩ "	"	চৈত্র, ১৯২৩ "	৩৭—৪৮	"
৫ম পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৭ "	"	চৈত্র, ১৯২৭ "	৪৯—৬০	"
৬ষ্ঠ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৮ "	"	আশ্বিন, ১৯২৮ "	৬১—৬৬	"
৭ম পর্ব্ব	চৈত্র, ১২৭৮ সাল	"	ফাল্গুন, ১২৭৯ সাল	৬৭—৭৮	"
নব-পর্ব্বাবলী	বৈশাখ, ১২৮০ "	"	চৈত্র, ১২৮০ "	১—১২	"

'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—সম্পূর্ণ ফাইল।

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭০) কুমারখালির বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচার

পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১ জুন ১৮৬৩) লেখেন,—

> গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা অভিনব মাসিক সমাচার পত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে। সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত ঃ—

> গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
> রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ॥

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পরিচালনা করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। এই কারণে নয় বৎসর কায়ক্লেশে কাগজখানি চালাইবার পর তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা চাঁদা করিয়া কাগজখানি বজায় রাখেন। ১২৮০ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৭৩) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ—

> আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই পত্রিকা খানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণ ভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং গত পত্রিকায় সেই রূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকা খানি আপাতত রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [স্থাপন করিবার] উদ্যোগ করিতেছেন।

এই সংখ্যা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ ঃ—

> কুমারখালি—প্রতিবাদ।…গত কল্য গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার

সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায় সকল সভ্যগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...
কেষাঞ্চিৎ কুমারখালী বাসীনাম্।

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র (মথুরানাথ-যন্ত্র) স্থাপন করেন; অতঃপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতেই 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' মুদ্রিত হইতে থাকে। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

সংবাদ।—...আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদ পত্র গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

১২৮১ সালের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" লেখা আছে; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উপর লেখা আছে "১২ ভাগ—২য় সংখ্যা"। তবে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত না হওয়ায় ১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় লেখা আছে "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"। ঐ সংখ্যায় সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতেছেন :—

গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক নিদয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্যদানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এত দিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। ... ... আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলে। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বৈশাখ হইতে উহার বৎসর গণনা করা হয়।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স ঊনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় গ্রাহকগণকে জানাইতেছেন :—

গ্রাহকগণ! অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে ইহা বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন :—

নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই;—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। এক দিকে ভারতাকাশে

মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার উদ্যত বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন* এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সম্বাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্যদিকে তাহার প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণেরও মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ।... ... গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হইলে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—'গ্রামবার্ত্তা'র দরদী বান্ধবগণের যত্ন ও চেষ্টায়। তখন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর জলধর সেন ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের† আশ্বিন মাসে।

কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম। [১৪২৪ পৃ.]

কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায় (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈত্রিক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম,

---

* বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন আমলে।

† কাঙ্গালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন :—"আমার পিতৃদেব বিহারীলাল কাঙ্গাল হরিনাথের আমরণ সহচর ছিলেন। তাঁহারও একখানি ডায়েরী আছে। তাহাতে লেখা আছে,—'মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হওয়ার পর, সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা আড়াই বৎসর জীবিত ছিল'।" ইহা সত্য হইলে, সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হয় ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে। কিন্তু রায়-বাহাদুর জলধর সেনের মতে "১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে ২২ বৎসর প্রকাশের পর, গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়।"—'কাঙ্গাল হরিনাথ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভগ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব।...(১৪২৫-২৬ পৃ.)

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন সুতরাং গ্রামবার্ত্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না। ... [১৪২৭-২৮ পৃ.]

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে. ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃ.] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।... ... অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া...পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম। [১৪৩২ পৃ.]

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই

এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের সংস্কারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১৪৩৯ পৃ.]

··· এতদিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না, ··· গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে ········ [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। [১৪৪২ পৃ.] প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই। ··· কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি এক শত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই এক শত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃ.] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের—হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৪ পৃ.] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৪৫ পৃ.] ··· ···

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও

প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারীগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম। [১৪৬২-৩] ··· ···

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।··· এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায় চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। [১৪৯১ পৃ.]···

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃ.] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয় শত টাকা ··· আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।···উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃ.] 'মথুরানাথ-যন্ত্র' নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [১৬৭৫ পৃ.]···

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদসঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃ.]······

আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েক জন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ

এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। [১৬৮৪ পৃ.]*

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

শ্রীভোলানাথ মজুমদার :—১২৮১, ১২৮৭-৮৮ সাল।
১২৮২, ১২৮৬ সাল। (অসম্পূর্ণ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—১২ ভাগ ১০ সংখ্যা (সন ১২৮১ সাল ফাল্গুন। ১৮৭৪ সাল, ইং ফেব্রুয়ারি।)

অবোধবন্ধু

'অবোধবন্ধু' একখানি মাসিক পত্র। ১৮৬৩ সনের এপ্রিল (? বৈশাখ ১২৭০) মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৬ই জুলাই তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

অবোধবন্ধু। কলিকাতা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। আমরা ইহার দুইখণ্ড পাইয়াছি। লেখা মন্দ হইতেছে না। প্রতি খণ্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা।

'অবোধবন্ধু'র ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইলে পুনরায় 'সোমপ্রকাশ' ৩১ আগস্ট, ১৮৬৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

অবোধবন্ধু তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। এই চতুর্থ ভাগে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত আছে। লেখা ক্রমশঃ উত্তম হইতেছে।

'অবোধবন্ধু' কিছু দিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১২৭৩ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭) মাসে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহার প্রথম সংখ্যার উপর "১ খণ্ড ১ সংখ্যা" দেখিতেছি। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় আছে :—

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,
তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তিযুক্ত নয় ;

* কাঙ্গাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার কাঙ্গালের ডায়েরী হইতে উপরিউদ্ধৃত অংশ আমার জন্য নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধবন্ধু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাচুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্নতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ-বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।

'অবোধ-বন্ধু'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে শেষ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসে। দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যার গোড়ায় "নব বর্ষ" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে জানা যাইবে যে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন:—

নব বর্ষ।... ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধ-বন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার এক বর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং সুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম।...

উপসংহার কালে, যে সকল ভ্রাতা ভগিনী গত বর্ষে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষ (১২৭৫ সাল) হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত:—

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু'র সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ নবম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে তিনি এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৭৬) 'অবোধ-বন্ধু'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

১২৭৬ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

আমি ১২৭৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যা অবধি অবোধবন্ধুর স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়াছি।...

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অবোধবন্ধুর ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

'অবোধ-বন্ধু'র এক জন প্রধান লেখক ছিলেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

['পূর্ণিমা'র] কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ* ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ —'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০১-০২।

'অবোধ-বন্ধু' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম খণ্ড (ফাল্গুন ১২৭৩—শ্রাবণ ১২৭৪)
২য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৫)
৩য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৬)

শ্রীসজনীকান্ত দাস :— ১ম খণ্ড (ফাল্গুন ১২৭৩—মাঘ ১২৭৪)।

---

* "পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

‡ "ডুয়েল্"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

সাহিত্য সংক্রান্তি

'সাহিত্য সংক্রান্তি' একখানি মাসিক পত্র। ১৮৬৩ সনের জুন মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই, ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

'সাহিত্য সংক্রান্তি'। ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষদ্বারা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে। মূল্য দুই আনা। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ কিছু অধিক, পদ্য গুলি মন্দ হয় নাই। সম্পাদকেরা যে প্রণালী অবলম্বন .করিয়া দেশের আচার ব্যবহার ও পুলিষ প্রভৃতির দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে।

'সাহিত্য সংক্রান্তি' পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমি দেখিয়াছি। ইহার সূচী এইরূপ :—

প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য	মনের অসুখ
পল্লিগ্রাম ভ্রমণ	আসন্ন কালে বীরের অনুতাপ
	পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'সাহিত্য সংক্রান্তি'তে লিখিতেন।

'সাহিত্য সংক্রান্তি' পত্রের ফাইল।—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রাহা :—১ খণ্ড। ২ সংখ্যা। ১২৭০ সাল, ৩২এ আষাঢ়।

ভারত পরিদর্শন

১৫ জুন ১৮৬৩ (২ আষাঢ় ১২৭০) তারিখে শান্তিপুর হইতে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ।* ১৮৬৩, ৬ই জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি,—

ভারত পরিদর্শন। ইহা সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকা। শান্তিপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে ২রা আষাঢ় অবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আরম্ভ দেখিয়া ভাবী উন্নতির অনুমান হইতেছে।

৯ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখ হইতে 'ভারত পরিদর্শন' কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে থাকে। ২৩ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

গত ২৪এ কার্ত্তিক [১২৭০] অবধি ভারতপরিদর্শন পত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

---

* 'ঢাকাপ্রকাশ', ৯ জুলাই, ১৮৬৩।

'ভারত পরিদর্শন' প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিল। ২৬ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন :—

…সকলেই জ্ঞাত আছেন যে কিছুদিন গত হইল "ভারত পরিদর্শক" ['ভারত পরিদর্শন' ?] নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কালিঘাট নিবাসী শ্রীযুত যদুনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকনে এবং উহা পাঠে যে কতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম তাহা বাক্‌পথাতীত এবং মনেং এরূপ আশা করিয়াছিলাম যে পরিদর্শক পত্রিকার অকালমৃত্যু জনিত শোক ভারত পরিদর্শন দ্বারা এককালে বিদূরিত হইবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আক্ষেপের কথা বলবো কি ভারত পরিদর্শনের বয়ক্রম এক বৎসর না হইতে হইতে ইহা পরিদর্শকের অনুগামী হইল।

ঢাকাদর্পণ

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অকাল-মৃত্যু ঘটে। ইহার অভাব পূরণ করিয়াছিল ঢাকার অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা 'ঢাকাদর্পণ'—১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকা সুলভ যন্ত্র (ইমামগঞ্জ) হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ৩ আগস্ট ১৮৬৩ (১৯ শ্রাবণ ১২৭০) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

বিবিধ সংবাদ। ১৫ই শ্রাবণ।—………ঢাকা দর্পণ নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্র খানি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

বামাবোধিনী পত্রিকা

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে মহিলাদের পাঠোপযোগী বিষয়সম্বলিত একখানি মাসিক পত্রিকা "কলিকাতা বাইর সীমূলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটীতে বামাবোধিনী সভার কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র বার্ষিক মূল্য ছিল ১৷৷০।

প্রথম সংখ্যার শিরোভাগে আছে :—

লেখ্য বিষয়।

১। ভাষাজ্ঞান	৬। বিজ্ঞান	১১। গৃহচিকিৎসা
২। ভূগোল	৭। স্বাস্থ্যরক্ষা	১২। শিশুপালন
৩। খগোল	৮। নীতি ও ধর্ম্ম	১৩। শিল্পকর্ম্ম
৪। ইতিহাস	৯। দেশাচার	১৪। গৃহকার্য্য
৫। জীবন চরিত	১০। পদ্য	১৫। অদ্ভুত বিবরণ

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা হইতে উপক্রমণিকা অংশটি উদ্ধৃত হইল; ইহা পাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

উপক্রমণিকা। ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই; ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই এই উদ্দেশে দেশহিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছু দিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।

বামাগণের বিদ্যা শিক্ষার কতক গুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস মতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা নামে এক খানি পত্রিকা এই অভাব পূরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন হইয়াছে। সম্প্রতি দেশ হিতোৎসাহি মহোদয়গণকে তদনুরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব "শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা এই বামাবোধিনী পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।

এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে, পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

বামাগণের বোধ সুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয় গুলি যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। কথাবার্ত্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে। আবশ্যক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও প্রকটন করা যাইবে।

এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছু মাত্র উপকার জনক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠে নূতন নূতন শ্লোক থাকিত। দ্বিতীয় সংখ্যার শ্লোকটি এইরূপ :—

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুণা সমান॥
জ্ঞান ধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ?

তৃতীয় বর্ষ (বৈশাখ ১২৭২) হইতে প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠে কোন শ্লোক থাকিত না, কেবল নাগরী অক্ষরে লেখা থাকিত :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ইহার নীচে বাংলায় থাকিত :—

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে 'বামাবোধিনী' যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহিলাগণকে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্যও 'বামাবোধিনী' ত্রুটি করে নাই। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইবে, এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নাম ধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

মহিলা-লেখিকাগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ ১২৭১ সংখ্যা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদান। এদেশে এখন বিদ্যার যতই অনুশীলন হইতেছে, বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্ম যতই বিশুদ্ধ হইতেছে, লোকসকল যতই সভ্যপদবীতে উত্থান করিতেছে, ততই দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এখন এই ভারতবর্ষ-মধ্যে প্রায় সকল সভ্যজনপদেই অন্যূন এক একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন কত কত স্ত্রীলোক পুস্তক রচনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেহ বা স্বজাতির উন্নতির জন্য শিক্ষয়িত্রীর গুরুভার গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের বোধনেত্র উন্মীলন করিতেছেন, কেহ কেহ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির আনন্দ উপস্থিত না হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বালকদিগের বিদ্যোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যেরূপ মধ্যে মধ্যে পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, বামাগণের শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দানার্থ তাদৃশ কিছুই দেখা যায় না; কেবল বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া কিছু পরিমাণে উৎসাহিত হয়। এক্ষণে যাহারা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া বামাগণের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন, তাহাদিগের উৎসাহ দানার্থে আমরা এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, যে সকল স্ত্রীলোক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ-দ্বয়ের অন্যতর উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, তাহাদিগকে আগামী বৈশাখ মাসে উপযুক্তরূপ

পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, এবং বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে রচনা সকলও প্রকাশ করা যাইতে পারে।...

প্রবন্ধ

১ম। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্‌ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?

২য়। কি কি কুপ্রথা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইলে অস্মদ্দেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি চিকীর্ষু নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
(সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক)

শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মিত্র।
(কলিকাতা সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের সম্পাদক।)

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।
(কলিকাতা কালেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ।)

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ ১২৭০ সালের ভাদ্র হইতে চৈত্র সংখ্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৭১ সালের বৈশাখ হইতে।

১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের উপর পড়িয়াছিল :—

১৯০৭-১৯০৯ সন—শ্রীসুকুমার দত্ত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।

১৯০৯-১৯১৪ সন—সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীদেবকুমার দত্ত, এম এ।

১৯১৪-১৯২২ ডিসেম্বর—শ্রীদেবকুমার দত্ত, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি।

১৯২৩—শ্রীআনন্দকুমার দত্ত, এম এ।

'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগার :—১২৭০ হইতে ১৩২৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বৎসরের।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রাহা :—১ম-৩য় বর্ষ। ১২৯১-১৩০১।

উদ্যোগবিধায়িনী

এই মাসিক পত্রখানি ১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের ডায়েরীতে (পৃ. ১৪৬৯) প্রকাশ :—"পাবনা হইতে তৎকালের কালেক্‌টারের মহরার বরদাকান্ত গুপ্তের লেখনীতে ও পাবনাবাসী তীর্থনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে 'উদ্যোগবিধায়িনী'···প্রচার হইয়াছিল।" এই পত্রিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) লিখিয়াছিলেন :—

উদ্যোগবিধায়িনী। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভায় লিখিত হইয়া ঢাকার সুলভ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১।৹ টাকা। সভা এ বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন, আমরা দুই খণ্ড পাঠ করিয়া তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাস হইতে এই পত্রিকাখানির কলেবর বৃদ্ধি হইলে 'সোমপ্রকাশ' (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪) লিখিয়াছিলেন :—

মাঘ মাস অবধি উদ্যোগবিধায়িনী পত্রিকার ১ ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন স্থায়িত্ব লইয়া কথা।

সচিত্র ভারত সংবাদ

'সচিত্র ভারত সংবাদ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ১৮৬৩ সনের ৩০এ নবেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০) তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। "এই পত্র কলিকাতা শিবতলার ১৬ নং ষ্ট্রীটে সাহস যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়।" ইহার কার্য্যালয় ছিল "সিকদার পাড়ার ২৩।১ নং ভবনে"।

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে এই সচিত্র পাক্ষিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

ভূমিকা। ইংলণ্ড, ফ্রান্‌স, আমেরিকা প্রভৃতি সমুদয় সুসভ্য দেশ হইতেই সচিত্র সংবাদ পত্র প্রচার হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সকল রাজ্যের বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকলের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরাপর ঘটনাদির বৃত্তান্ত সমুদায় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষ মধ্যে উক্তপ্রকার সংবাদ পত্র একখানিও প্রচলিত না থাকাতে, যে সকল সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি এই ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের

অর্থবলে, বাহুবলে বা বুদ্ধিকৌশলে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, ও যে সকল অপরদেশবাসী মহাত্মা ব্যক্তি এ দেশে শুভাগমন করিয়া ভারতবর্ষের উপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, আর কিছু কাল এই প্রকারে অতীত হইলে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি কলাপ একেবারে বিলীন হইয়া যাইবেক। বর্ত্তমান সময়েও কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় ব্যক্তিগণ, যাঁহারা ভারতবন্ধু নামে পরিগণিত হইয়া ইহার প্রতি প্রীতি-প্রকাশে ক্ষণমাত্র বিরত না হইয়া নিয়তই বিধিমতে কল্যাণ সাধনে যত্নবান আছেন। পরিণামে তাঁহাদিগের বিচিত্র কীর্ত্তিও যে ঐ প্রকার হইয়া যাইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ঐ সকল মহোদয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি বা জীবন বৃত্তান্ত কিম্বা অন্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনার অথবা এতদ্দেশীয় কোন সুরম্য স্থানের চিত্রপট অপর দেশীয় কোন ব্যক্তি [দৃষ্টি] করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবার মানস করিলে সচিত্র সংবাদ পত্রাভাবে তাহা সম্পূর্ণ করিতে [পারিবেন] না। অতএব সচিত্র সংবাদ পত্র এদেশ মধ্যে এক খানি প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে আপনাপন মানস সফল করিতে পারেন, ও অনন্তরবংশীয়গণ ঐ সকল ভারতবন্ধুদিগের সচিত্র চরিত্র জ্ঞাত হইয়া আপনারা স্ব স্ব দেশের উপকারসাধনে যে যত্নবান হইবেন, তাহার কোন সন্দেহই নাই, উক্ত প্রকার পত্রের দ্বারা অপরাপর যে কি রূপ উপকার দর্শিতে পারে তাহা দেশহিতৈষী বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিবেন এস্থলে আমাদিগের বলা বাহুল্যমাত্র।

সচিত্র সংবাদ পত্রের অভাব এদেশ হইতে তিরোভাব করণার্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন, আমরাও তাঁহাদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "সচিত্র ভারত সংবাদ" নামে এই নবীন পত্রখানি প্রচার করিয়া অন্য দেশ বিদেশীয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, গুণগ্রাহক ও উৎসাহদাতা এবং সজ্জন ব্যক্তিদিগের নয়ন পথে অর্পণ করিলাম। এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ ই ও ৩০ সে তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও জীবন চরিত্র এবং সচিত্র গল্প সকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং অপরাপর ঘটনার সার মর্ম্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গভাষায় লিখিত হইবেক,…।

এই পত্র ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিতে অনেকেই আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর সাধারণে ইহা পাঠ করিতে পারিবেন না, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশস্থ ছয় অংশ লোকে ইংরাজী জানেন, অপর দশাংশ উক্ত ভাষানভিজ্ঞ। অধিক লোক যে ভাষা জ্ঞাত আছেন, ও যাহাদিগের মাতৃভাষা, তাহাতে পত্র প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা হইল এই পত্র যে প্রকার কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক তাহাতে আমাদিগের দেশীয় রমণীগণও যাঁহারা এক্ষণে বঙ্গ ভাষার অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনে উৎসাহান্বিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

…এই পত্রের প্রতিখণ্ডে দুই খানি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছে,…।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা, যাণ্মাসিক ৪ টাকা, মাসিক ॥৶০ আনা, প্রতি খণ্ডে ।/১০ আনা নির্দ্ধারিত করা হইল।

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের তৃতীয় খণ্ডে "দেশহিতৈষী মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়"-এর একখানি লিথোগ্রাফ-চিত্র ও তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে।

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—১ম ভাগ, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম ভাগ, ১ম-৫ম খণ্ড।

রচনাবলী

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (পৌষ ১২৭০) মাসে রংপুর হইতে 'রচনাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> রচনাবলী। মাসিক সম্বাদপত্রিকা। রঙ্গপুর কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয় হইতে পৌষ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ॥০ আনা। প্রথম খণ্ডের লেখা দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝা গেল না।

কাব্যপ্রকাশ

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি থাকিত :—

> সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
> কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

প্রথম সংখ্যা 'কাব্যপ্রকাশে' প্রকাশিত সম্পাদকের ভূমিকাটি ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ :—

> বিজ্ঞাপন। জগদীশ্বরের উদার অনুকম্পায় আমারদিগের অনেক দিনের সঙ্কল্পিত "কাব্য-প্রকাশ" অদ্য প্রকটিত হইল। আমরা ইহাকে ত্রৈমাসিক প্রচার করিতে প্রথমতঃ সংকল্প করিয়াছিলাম, অধিকাংশ গ্রাহক তাহাতে অনুমোদন করেন নাই বলিয়া এক্ষণ প্রতি মাসে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...

আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলনার্থ এতৎপত্র প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালীসাহিত্যসংসারের অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, সুতরাং নীচের লিখিত বিষয়গুলি কাব্যপ্রকাশের অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত হইল।

প্রথম কাব্য*। দ্বিতীয় নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহসন। পঞ্চম সাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী।......শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র। সম্পাদক। ঢাকা বাবুর-বাজার। ১৭৮৫ শক। ১লা মাঘ।

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৪, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখেন:—

কাব্যপ্রকাশ। এখানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যূতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই। ঢাকাদর্পণ সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার [ইমামগঞ্জের] সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

'কাব্যপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি:—১ম পর্ব্ব, ২য় সংখ্যা (শকাব্দা ১৭৮৫ ফাল্গুন)।

পাবনাদর্পণ

১৮৬৪ সনের মার্চ (ফাল্গুন ১২৭০) মাসে পাবনা হইতে 'পাবনাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৬৪, ২৮এ মার্চ 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন:—

পাবনাদর্পণ। এখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা। পাবনার কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি গত ফাল্গুন মাস হইতে এতৎপ্রচারণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ভাল মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতে 'পাবনাদর্পণ' সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া যাইবে:—

সংপ্রতি পাবনাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমাদিগের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কাব্য নীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত

* খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, প্রভৃতি।

বাবু রামসুন্দর রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মিশ্র দ্বারা এই পত্রিকা সম্পাদিত হয় এই নবীন সম্পাদকদ্বয়ের যেরূপ উৎসাহ, অনুরাগ ও ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে বোধ হয় ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি কলিকাতায় গুপ্তরত্নাদর্শ অথবা পাবনায় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা ও ডাক মাস্থল ৷৹ আনা।—শ্রীগুপ্তরত্নাদর্শ।

শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।" প্রত্যেক সংখ্যায় "সংবাদসার" নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'শিক্ষা দর্পণ। সংবাদসারে' প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ।

বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদিত হওয়ার, এবং কেং ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাহাতে এমত এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ;—নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটী টাকা লোকসান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী !

এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া কি লিখিতেছ যে বলিয়া কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ; আমরা, লেখাটা কেমন লাগিল বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজ খানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন "বেস্ খোলা কথা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ও সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কত দিন অন্তর বাহির হইবে ?" বৎসরের প্রথম হইতে বাহির করিবার জন্য এইবারে যাহা করি ; কিন্তু ইহার পর অবধি প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাহির হইবেই হইবে ; মাসিক পত্রিকা সকল যেমন কখন২ ছয় মাস সাত মাস বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। "কাগজটী কত বড় হইবে ?" সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে ;—প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন। "দাম কত হইবে ?" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা অর্থাৎ প্রতি কাগজ দুই আনা মাত্র ; তাহার এক আনা ডাক ষ্টাম্প দিতে যাইবে অপর এক আনাই কাগজের মূল্য। এত অল্প মূল্যে কাগজ করিয়া কোন রকমে বাজে খরচ করা পোষায় না, এই জন্যই এক বৎসরের দাম আগামী লইব এবং কাগজটী এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব ; যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। "বেস্ বলিলে, কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা একশ—লেখে এক জন বলে আমরা—সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি, উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে ?" বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতে ছিলাম, এমত সময়ে আমাদিগের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইব তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজ খানির দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম শিক্ষা দর্পণ না রাখিয়া "হিন্দু দর্পণ" অথবা—তার চেয়েও ভাল—'ব্রাহ্ম্য দর্পণ' রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী ট্রণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুণ—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে২ কহে সেই রূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক দুই একটীর কিছু২ মর্য্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সব্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্ তুলিয়া দিব।

বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে—সেই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে—তবে লাভটা ছাড় কেন ? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না ? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্য্যেই অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না ; কোন কর্ম্ম টাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম্ম বা

অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেণ্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, সুতরাং "পাইকের বঁড়াই" করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুস দিবার কথা বলিতেছেন, তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদিগকেও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী পায়েন, তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু মহাশয় কহিলেন, কার্য্যটী এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ, আর শতিকা প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না —তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে; সংবাদগুলি কি পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাশক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে২ প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশীয় এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

—

যন্ত্রাধ্যক্ষ এই সকল কথাতেও বিশিষ্ট রূপে তুষ্ট হইলেন না, বোধ হয়। কাগজের নামটা তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। তিনি কাপি চাহিলেন এবং উল্লিখিত কথোপকথনে সকল কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে দেখিয়া ও অন্য রূপে লিখিবার সময়াভাব প্রযুক্ত ইহাই লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র।

১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয় 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা'। এ সম্বন্ধে ঐ পৌষ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। বর্ত্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা সংমিলিত হইল; এবং সেই জন্য শিক্ষাদর্পণেরও পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল।

১৬ এপ্রিল ১৮৬৯ তারিখ হইতে ভূদেববাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পুরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন।

'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের ফাইল।—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়:—১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৭৫ সাল)।

ধর্ম্মপ্রচারিণী

১২৭১ সালের গোড়ার দিকে "বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য"।* এই সভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। পত্রিকাখানির নাম 'ধর্ম্মপ্রচারিণী'—১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। ১২৭১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র "পুস্তক প্রাপ্তি"-বিভাগে প্রকাশ:—

ধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা বেহালা ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মূল্য ৵০ আনা।

'ধর্ম্মপ্রচারিণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ।†

হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার

কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে *Hindoo Interpreter* নামে একখানি দ্বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জে. ওয়েঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন।‡ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল:—

We have to acknowledge with thanks the first number of the *Hindoo Interpreter*, a diglot newspaper, started by the enterprising Booksellers, Messrs. Gupta and Brothers.

---

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' আষাঢ় ১৭৮৬ শক।

† "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৬০।

‡ J. Wenger: *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

The first number of a periodical is no criterion to judge it by, but if its conductors will earnestly and perseveringly pursue the high and laudable object they have in view, they will deserve success, though they may not command it. Diglots unfortunately do not find much favor in Bengal...

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক (অক্টোবর ১৮৬৪) মাস হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ; ইহা হইতে এই মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মতত্ত্ব-নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি ; ধর্ম্মতত্ত্ব ; সামাজিক উন্নতি ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা ; সাধুদিগের জীবন ; বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব ; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়। উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২॥০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।...

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৭ শকের আশ্বিন সংখ্যায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রথম বর্ষ শেষ হয়। এই সংখ্যার শেষভাগে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

বিজ্ঞাপন।...নিবেদন এই যে অনেকের প্রদত্ত অগ্রিম মূল্য আশ্বিন মাসে শেষ হইয়াছে, অতএব তাঁহারা আগামী বৎসরের মূল্য এবং ডাক মাসুল শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।...

'ধর্ম্মতত্ত্ব' নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না। এই কারণে পত্রিকার উপরে "মাসে"র উল্লেখ না করিয়া "সংখ্যা" সন্নিবিষ্ট করা হইতে লাগিল। ১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের পরবর্ত্তী সংখ্যায় "২২ সংখ্যা"র উল্লেখ আছে। এই ২২ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। নানা কারণ বশতঃ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশবিষয়ে নিতান্ত অনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ আছি, এখনও আমরা দেখিতেছি যে কারণে ধর্ম্মতত্ত্ব মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই এখনও সে সমুদায় সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বকে মাসিক না রাখিয়া সংখ্যানুযায়ী করাই পরামর্শ সিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ধর্ম্মতত্ত্বকে সংখ্যানুযায়ী করিবার অপর একটী প্রয়োজন এই যে তাহা না করিলে ইহাতে সাময়িক ঘটনাসকল সন্নিবেশ পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয়। এক্ষণে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে পূর্ব্বমাসীয় পত্রিকা সকলে তাহা সন্নিবেশিত করা কোন মতেই

সংগত হয় না। আমাদের পত্রিকা মাসের গণনায় এতাবৎকাল পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকাতে আমরা অভিনব ঘটনাবলি প্রায় কোনকালেই যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। এই সমস্ত বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই পত্রিকায় মাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সংখ্যাই সন্নিবিষ্ট করিলাম।...

কিন্তু "২৯ সংখ্যা"র তারিখ দেখিতেছি "১৫ চৈত্র ১৭৮৯"।*

মাসিক 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দ্বিভাষিক পত্র ছিল। ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। ইংরেজী অংশে ধর্ম্মতত্ত্বমূলক ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই।

১৭৯০ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় আছে :—

ধর্ম্মতত্ত্ব। 'পাক্ষিক' ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকার বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে উপকৃত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে।

এই সংখ্যায় পত্রিকার "শিরোভূষণ"-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কণ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম বর্ষ (মাসিক) ১৭৮৬ শক কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ; ১৭৮৭ শক বৈশাখ-আশ্বিন।
দ্বিতীয় বর্ষ ১৭৮৭ শক কার্ত্তিক-চৈত্র ; ১৭৮৮ শক বৈশাখ-আষাঢ় ; ২২, ২৪-২৮ সংখ্যা ; ২৯ সংখ্যা (১৫ চৈত্র ১৭৮৯)।
তৃতীয় ভাগ (পাক্ষিক) হইতে পরবর্ত্তী অনেক বৎসরের কাগজ।

---

* কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম বৎসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে বাহির হইয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৯ শকের মাঘ মাস হইতে (২য় বর্ষ) পাক্ষিকরূপে বাহির হইতেছে। আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকা কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই।" (পৃ. ৩৯৬-৯৭)

মজুমদার-মহাশয়ের এই বিবরণ যে ঠিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরিদর্শন

যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন প্রকাশিত হয়। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হইয়াছিল। ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে ১৮৬৪ সনের শেষাশেষি চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।* ১৮৬৫ সনের ২৩এ জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে মনে হয় পত্রিকাখানি ১৮৬৪ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> পরিদর্শন। এখানি মাসিক পত্রিকা। পূর্ব্বে ভারতপরিদর্শন যে স্থান ও যে হস্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, ইহাও সেই স্থান ও সেই হস্ত হইতে বাহির হইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। দেখিয়া এরূপ আশা জন্মিয়াছে, ক্রমে ইহা উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইবে।

সত্যান্বেষণ

প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এই বৎসর কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের জন্ম হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সত্যান্বেষণ' নামে আর একখানি ২৪ পৃষ্ঠার মাসিক পত্র বউবাজার সমাজ হইতে ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ, ১৭৮৬ শক) কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার "অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹, ডাকমাশুল সমেত ৩৲।" প্রথম সংখ্যায় "সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য।—ষোড়শ মাস অতীত হইল, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত কলিকাতার অন্তঃপাতী বৌবাজারে একটী ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিরবিবার সায়ং কালে সেই স্থানে যথানিয়মে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসকগণ বিবেচনা করিলেন, আমরা ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যে অনুপম নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি ভ্রাতৃগণকেও তাহার অংশভাগী করা বিধেয়। পরন্তু যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করাই সেই গুরুতর অভিপ্রায় সংসাধনের একমাত্র উপায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এই সত্যান্বেষণ পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্ম্য প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু ইহা সাধারণের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে তাহা বলিতে পারি না।…

---

* J. Wenger : *Catalogue*......p. 58.

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম দিতেছি, যথা—"চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত," "যাবাদ্বীপের ইতিহাস," "হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান"। 'সত্যান্বেষণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম সংখ্যায় মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠার "বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে :—

এই সত্যান্বেষণ পত্র ব্রহ্মোপাসনালয়ের সম্পত্তি হইবেক।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার
সম্পাদক।

'সত্যান্বেষণ' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা। (শক ১৭৮৭, শ্রাবণ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রাহা।—শক ১৭৮৬ মাঘ হইতে ১৭৮৭ ভাদ্র পর্য্যন্ত ৮ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনী

বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন; এই মুদ্রাযন্ত্রের নাম—ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র। তিনি এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা হইতে প্রচারের সঙ্কল্প করেন।

ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন এবং 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রচারের সঙ্কল্পের কথা ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন।—এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলিতে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক "ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে,...

এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে,...পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফর্ম্মার ৩ ফর্ম্মা করা হইবে...।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র
১২৭১। ৭ই ভাদ্র।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশ' ত্যাগ করিয়া এই 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'বিজ্ঞাপনী' ১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

THE WEEK. *Thursday, 23rd March.* We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the *Advertizer*.

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের সম্পাদক-পদে নিয়োগ সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> এক দিন একজন তাঁহার নিকটে কহিলেন, অন্য একটি বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে একখানি নব-সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা তাঁহার সভৃতির কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে তাঁহাকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। একদিন রা, স সহর্ষে তাঁহাদিগের সহিত সন্দর্শন করিতে গেলেন। একজনের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার আকৃতির প্রসন্নতা দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, তিনি ধনাভিমানের সহচর নহেন। নিয়োগ স্বীকার করিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে একদিন তাঁহার একটী পরিচিত যুবককে যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে গমনাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার কল্পিতোদয় পদের অভিলাষী বিবেচনা করিলেন এবং সাসূয় ও সাভিমানচিত্তে রহিলেন। অন্য এক দিন কৃতসম্বেদনের নিকটে শুনিলেন, অধ্যক্ষ প্রস্তাবিত ভৃতি ন্যূন করিতে চাহিতেছেন। রা, স সগর্ব্ব স্বাধীন ও ন্যায়াবগাঢ় চিত্তে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিতে কহিলেন। পরে এক দিন পূর্ব্ব সংবেদিত ভৃতিতেই নিয়োগ সুস্থির হইল।—'রা, সের ইতিবৃত্ত,' পৃ. ৫৩-৫৪।

কৃষ্ণচন্দ্র ১১ই কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কিছু লেখেন। হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার জনৈক সভ্যের অনুযোগে 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্রকে ভবিষ্যতে এরূপ লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, ১৭ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে :—

> অবগতি হইল, ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অনুযোগ করেন, গিরিশবাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পূর্ব্বমত স্বাধীন-চিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই ঘটনার কথা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতেও উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন :—

> কিছু দিন পরে একদিন রা, স একজন যন্ত্রকর্ত্তার নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তাঁহার সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসঙ্গ দেখিয়া নগরীয় প্রধান২ হিন্দুরা প্রকুপিত হইয়াছেন। অতএব তিনি আর সে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিবেন না। রা, স কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার কালে যুক্তি স্বাধীনতা চাহিয়া লইয়াছিলেন। তখন নম্রতায় সম্ভব্য সঙ্কটের অধোগত হইয়াছিলেন না। স্বাধীনচিত্তে যন্ত্রকর্ত্তার কথায় অসম্মত হইলেন।—'রা, সের ইতিবৃত্ত', পৃ. ১৩৭-৩৮।

এ পর্য্যন্ত 'বিজ্ঞাপনী' পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ সনের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন ; তিনি আত্মকথায় লিখিয়াছেন :—

> রা, স কর্ম্মে পরিসমাপন করিয়া সপরিবারে দেশে গমন করিলেন। (পৃ. ১৪৭)

২২ এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের ঢাকা পরিত্যাগের কথা জানা যায় :—

বিজ্ঞাপন। এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে "বিজ্ঞাপনী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার নিকট কয়েক খণ্ড মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক এবং কয়েকখানি পত্রিকা রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহার২ তাহাতে স্বত্ব আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয়ে আমার নিকট তত্ত্ব করিয়া লইয়া যাইবেন। শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়।

এই বিজ্ঞাপনের নীচে ময়মনসিংহ বিজ্ঞাপনী প্রেসের একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। উহাতে প্রকাশ, উক্ত প্রেস ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকা ঢাকায় ছিল; বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে প্রেস ও পত্রিকা ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়া হয়।

অতঃপর 'বিজ্ঞাপনী' ময়মনসিংহ হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'ময়মনসিংহের বিবরণ' পুস্তকে (পৃ. ৭৮-৭৯) 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বিজ্ঞাপনী এ জেলার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্র পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১২৭৩ সনের ৬ই বৈশাখ এই যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ধানকুড়ার জমিদার গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এই নগরের কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজ অর্দ্ধেক অংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। এই সনের ২২শে বৈশাখ হইতে ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য চলিতে থাকে। ঐ প্রতিজ্ঞা-পত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারাই 'বিজ্ঞাপনী'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সহ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীগিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (ধানকুড়া) ৷৷০

শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর) ৷০

* * *

মজুমদার মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদক ছিলেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী।

'বিজ্ঞাপনী' সম্বন্ধে ইহার অধিক কথা আপাততঃ আমাদের জানা নাই। ময়মনসিংহ-বাসী কেহ অনুসন্ধান করিলে, ময়মনসিংহের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বিজ্ঞাপনী' সম্বন্ধে হয়ত অনেক নূতন কথা জানা যাইবে; এমন কি, 'বিজ্ঞাপনী'র পুরাতন সংখ্যাও কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে।

হিন্দু হিতৈষিণী

১২৭২ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৫) মাস * হইতে ঢাকায় 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রকাশিত হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

THE WEEK. *Wednesday, 12th April.* We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the *Hindoo Hetoisheenee*, and published in Dacca. The avowed object of this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17th April 1865).

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার একমাত্র সমাচার-পত্র নহে। এই সময়ে ঢাকায় আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ১৯ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখে ঢাকার সমাচার-পত্র সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

...এক্ষণ ঢাকায় কয়েকটী বাঙ্গলাযন্ত্র এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া দেশের মহতী মঙ্গল সাধন হইতেছে। নীলকর হিতাকাঙ্ক্ষী বিখ্যাত ফর্ব্বস সাহেব অতি প্রথমে ঢাকায় একটী ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে ঢাকা নিউস প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।...ঢাকাতে এক্ষণ তিনখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে। হিতৈষিণীর অবস্থা তাদৃশ সন্তুষ্টজনক নহে।

'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ১১ জুলাই ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ :—

ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই সভার মুখস্বরূপ ; বিধবাবঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশ বাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অসম্ভবনীয় !

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঘোর ব্রাহ্মবিরোধী ছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' তখন ব্রাহ্মমতাবলম্বী পত্রিকা ছিল ; এই কারণে 'হিন্দু হিতৈষিণী' সময়ে সময়ে 'ঢাকাপ্রকাশে'র বিরুদ্ধে লেখনী

---

* "ঢাকা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার মুখপত্র", 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার প্রকাশকাল "১২৭১ সাল" বলিয়া কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করিয়াছেন ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৪২৯ পাদটীকা)। ইহা ঠিক নহে। তিনি অন্যত্র (পৃ. ৩৯৩) আবার 'হিন্দু হিতৈয়িণী'কে "মাসিক পত্রিকা" বলিয়া বসিয়াছেন !

চালনা করিতেন। এই প্রসঙ্গে ২৫ আগস্ট ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> ঢাকা প্রকাশ ও হিন্দু হিতৈষিণীর যারপর নাই বাক্যযুদ্ধ চলিতেছে। হিতৈষিণী জন্মিয়া অবধি ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে চলিতেছেন। সারমেয় ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হইতেছে।... হিতৈষিণী যে প্রকার লিখিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা হিতৈষিণী পাঠ করিয়া রসরাজের বিরহজনিত দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিব।

পুনরায় ১৮৬৬, ৩১এ মার্চ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দু হিতৈষিণী' সম্বন্ধে লেখেন :—

> হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক ও হিন্দু সমাজ।—হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক আজি কালি স্বীয় নামের উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হিতৈষিণী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর 'হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশ্চন্দ্র মিত্র একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। ইহা ঢাকা-গিরিশযন্ত্র হইতে প্রকাশিত "মিত্র-প্রকাশ। সাহিত্যবিষয়ক পত্র"। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রে ইহার প্রকাশকাল "১২৭৭, ৩০ বৈশাখ" (১৮৭০, মে) দেওয়া আছে।

কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

> তিনি [হরিশ্চন্দ্র] হিন্দু হিতৈষিণীর কার্য্য ত্যাগ করিলে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু হিতৈষিণী পরিচালিত হইয়াছিল।*

রাজনীতি সংগ্রহ

'রাজনীতি সংগ্রহ' একখানি সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র; ১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৬৫) কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য এক শত টাকা দান করেন। ১৫ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> রাজনীতি সংগ্রহ নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার তৃতীয় সপ্তাহের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়, প্রতি সোমবার ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার অপূর্ব্ব রত্নোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে যেসকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদিস্যাৎ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উহা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে যথার্থই দেশের উপকার হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। [তিন] সপ্তাহের পত্রিকারই আদ্যোপান্ত পাঠ

---

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৯ পাদটীকা।

করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমরা সাদর পূর্ব্বক ইহার সার মর্ম্ম সমুদয় পাঠকবর্গের গোচরার্থ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে গ্রহণ করিলাম। তত্বকথা, সুসঙ্গীত, রাজনীতি, বহুবার্ত্তা, বিজ্ঞাপন এবং ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬টী সর্ব্বসাধারণের পরমোপকারজনক ও বিজ্ঞানসূচক বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে কি পত্রের কলেবর দীর্ঘ এবং দুই ফরমায় প্রকাশ হইতেছে, তজ্জন্য ভরসা করি, অনেক বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া লেখা হইতে পারে। ফলতঃ বর্ত্তমান কালের গতিক দেখিয়া আবার মনে২ বিবিধ আশঙ্কাও উপস্থিত হয়, কি জানি, পাছে অচিরকাল মধ্যে লীলা সম্বরণ করে। কারণ এক্ষণে সংবাদ পত্রের অনেক গৌরবের হানি হইয়াছে, আর সে সকল দিন নাই, সে মনুষ্য নাই এবং তাদৃশ উৎসাহও নাই, কিম্বা অর্থ দিয়া সাহায্য করে, তেমন পরোপকারী বদান্যবর লোকও দেখিতে পাই না। আমরা কতিপয় বৎসরের মধ্যেই দেখিলাম যে, বহুবিধ সমাচার পত্রের যেমন জন্ম, তেমনি মরণ হইয়াছে, যাহাকে এক বৎসর কাল জীবিত দেখিয়াছি, তাহাকে মনে করিয়াছি যে, ইহা বহু কাল প্রকাশ হইতেছে, নতুবা ছয় মাসের অধিক কাহাকেও ভারতভূমে অবস্থিতি করিতে হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, সংবাদ পত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ উহাতে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি, দিক্‌দর্শন এবং সভ্যভব্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে যে হেতু বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা এবং মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া থাকে, কেবল সমাচারই প্রকটিত হয় এমত নহে। যাহা হউক, রাজনীতি সংগ্রহ সম্পাদক মহাশয়, যেরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই তিনি দশের নিকট অবশ্যই যশের ভাগী হইবেন, আর তাঁহার পত্রিকা জনসমাজে সমাদরণীয় হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইতেছে এক্ষণে যাহাতে চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা আবশ্যক।

এই রাজনীতি সংগ্রহের জন্ম দিবস ৬ই বৈশাখ সোমবার, ইতিমধ্যেই দুই ফরমার হিসাবে তিন সপ্তাহের পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশংসা অবশ্যই করা যাইতে পারে। প্রথম সংখ্যায় পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্তোত্র, পদ্য, সঙ্গীত, তৎপরে উপক্রমণিকা এবং সম্পাদকের আত্মবৃত্তান্ত তদনন্তর প্রাণীতত্ব। দ্বিতীয় সংখ্যায় আইন, রাজনীতি, প্রেরিত-পত্র, বিজ্ঞাপন। তৃতীয় সংখ্যায় কতকগুলীন পদ্য, আইন প্রাণীতত্ব প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে, যতগুলীন বিষয় বর্ণিত হইল, ইহার একটীও অপ্রয়োজনীয় নহে, সকলই দেশের উপকারজনক বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পাদক মহাশয় যেন লব্ধকাম হন।...

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; ৯ আগস্ট ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে তাহা জানা যায়।*

* 'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৯।

বিদ্যোন্নতিসাধিনী

১২৭১ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৬৪ সন) ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। "বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার সবিশেষ আলোচনা করা এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। সভ্যেরা তথায় ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষার আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন।"*

এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের আষাঢ় (১৮৬৫ জুন) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কিন্তু সভার সম্পত্তি ছিল না।† পত্রিকাখানি ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা"র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> অত্রত্য বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা প্রচারণ ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্তু নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্যভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিন২ শব্দাড়ম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের তত দূর বিদ্যারও জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসা কীর্ত্তন, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়।...
>
> ...আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত্ত হইলাম। উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।...
>
> ...এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৷০ ও ডাক মাস্তুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র।...

হরচন্দ্র চৌধুরী 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৭৩ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই যুগ্মসংখ্যা বাহির হইবার পর ইহার প্রচার রহিত হইয়াছিল। কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৪০৫-৪০৬ পৃষ্ঠায় 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যার সূচী দিয়াছেন।

---

* 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী,' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪।

† ১৮৬৫ সনের ১২ই জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই পত্রিকার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহাতে আছে :—

> "The newspaper is to be very shortly published every month for the Sherpore 'Biddonnoti Sadhini Sobha' established in 1864, but not as a property to the same by the undersigned....G. & H. Brothers Proprietors."

মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

ঢাকার 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে' পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে সম্পাদক কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হইত। হরচন্দ্রবাবুই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।...মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বিদ্যোন্নতি-সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং সেই বৎসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভদ্র লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদ পত্র 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালিত হইতে থাকে। (পৃ. ৪০৩-৪০৪)

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের বিবরণে আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্র ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। ইহার কিছু পরেও 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে পত্রিকাখানি বন্ধ করিতে হয়—এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ময়মনসিংহ হইতে সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হইতে থাকায়, সম্ভবতঃ স্বত্বাধিকারীরা 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পত্রিকাখানি বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার সম্পত্তি ছিল না।

'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট :—১ম-৯ম সংখ্যা।

সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী

'সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী' একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৮৬৫ সনের জুলাই (১২৭২ শ্রাবণ) মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৭৮৭ শক, জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দেখিতেছি :—

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অশেষোপায় অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে এই রূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছে, যে আগামী শ্রাবণ মাস হইতে 'সত্য-জ্ঞান প্রদায়িনী' নাম্নী বিবিধোপদেশগর্ভা একখানি ত্রৈমাসিক পুস্তক কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের পত্র সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠা হইবে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।...

প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো রতন বসাকের
গার্ডেন ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন।

শ্রীলালমাধব মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।

১৭৮৭ শক, কার্ত্তিক সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "নূতন পুস্তক"-বিভাগে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

হিন্দুরঞ্জিকা

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য কতকগুলি সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়। আবার এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্রোত রোধ করিবার জন্য কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ এক-একখানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়। ১২৭২ সালে, খুব সম্ভব পৌষ মাসে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র জন্ম। ১৮৬৫ সনের ১১ই ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দুরঞ্জিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> হিন্দু হিতৈষিণীর বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্ট হইল, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত শ্রীনাথ সিংহ রায় উহার সম্পাদক। হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে। হিন্দুদিগের এই সকল কার্য্য দ্বারা আমরা পরম সুখী হই। কিন্তু তাঁহারা অসাময়িক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। ১৮৬৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র সাপ্তাহিক রূপ ধারণ করিবার কথা জানা যাইবে :—

> হিন্দুরঞ্জিকা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের সংবাদ-পত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ফর্ম্মা; মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা; এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।
>
> শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়
> বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।
>
> বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা
> ১২৭৪। ৫ই চৈত্র

নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি আছে :—

> ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
> ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ (৬৫ ভাগ, ৫ম সংখ্যা) তারিখের নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় এই পত্রিকার জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে ; ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> নবপর্য্যায় হিন্দুরঞ্জিকার দীর্ঘ ৬৫ বৎসরের কর্ম্মময় কাহিনী।… অৰ্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল বাংলার মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে বসিয়া রাজসাহীর কতিপয় উৎসাহী সাহিত্যিক…এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকাখানির মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন…।

…কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু যুবকগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই স্রোত রোধ করিবার জন্য—এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শকে সুগঠিত ভাবে প্রচার করিবার জন্ম রাজসাহীতে একটি ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

"বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা" এখনও সগৌরবে নিজ কার্য্যে রত আছে—এই ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দুরঞ্জিকা পরিচালনা করেন।…

বর্ত্তমান ধর্ম্মসভা গৃহ হিন্দুরঞ্জিকার কার্য্যালয় ১২৭২ সালে নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করেন। তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর উক্ত সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তখন রাজসাহীতে কোনও প্রেস ছিল না। কাজেই ১২৭২ [১২৭৮?] সাল পর্য্যন্ত এই সভার পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা ও ব্যবস্থাদি ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে মুদ্রিত করা হইত। হিন্দুরঞ্জিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ সিংহ। হিন্দুরঞ্জিকা তৎকালে মাসিক পত্রিকা ছিল। ঢাকায় ছাপা হওয়াতে অসুবিধা ও ব্যয়াধিক্য হইতে থাকায় ১২৭৮ সালে রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করিয়া সভার এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পুস্তক, সংবাদপত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিতে এক হাজার টাকা ও গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁহার অর্থে প্রেস আনয়ন করা ও গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন পত্রিকায় সাধারণের জাতীয় বিষয়ের স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইত। ঐ ব্যবস্থা ধর্ম্মসভার কার্য্যকরী সমিতি আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া প্রকাশ করিতেন। পত্রিকায় তখন কেবল মাত্র সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। রাজনীতি বা অন্য কোন রকম বিষয় তখন প্রকাশিত হইত না। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতারূপ তমঃ নাশ করিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া হিন্দুরঞ্জিকার প্রেসের নাম তমোঘ্ন যন্ত্রালয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

'হিন্দুরঞ্জিকা' এখনও চলিতেছে।

চিকিৎসক

বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক ও সাময়িক-পত্রের অভাব অনুভব করিয়া —বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে—১৮৬৫ সনের শেষাশেষি 'চিকিৎসক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজন হয়। ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

নূতন পত্র।—আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রকাশ করিতেছি মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা ক্লাশের ছাত্রগণ "চিকিৎসক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, ইহার নামই তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মফস্বলে গেলে যখন তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অথবা আলোচনার আর বিশেষ উপায় নাই, তখন এই পত্রখানি তাঁহাদের পরম উপকারী হইবে। আমরা উহার অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি চিকিৎসকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'চিকিৎসক' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

অত্রত্য মেডিকেল কলেজ হইতে "চিকিৎসাপত্র" নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। টিকিয়া গেলে হয়।

সর্ব্বার্থ সংগ্রহ

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' একখানি "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র"। ১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় উক্তির নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

সম্পাদকীয় উক্তি।...এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নিবেশ করা স্থির করিলাম। বিলাতে লিজর আওয়ার কি কাসেল্‌স ফেমিলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক। ইহাতে সাহিত্য নীতি বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে প্রকাশ করা যাইবেক। বাঙ্গলা ভাষায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র নাই, বোধ হয় এ সংগ্রহ অনেকের মনোরম্য হইতে পারে।...

এই পত্রখানি আখ্যান মঞ্জরী নামে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,...সেই নাম পরিবর্ত্তন করা গেল।

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ সাল)।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রাহা :—ফাল্গুন ১২৭২ হইতে কার্ত্তিক ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত (২য় সংখ্যা বাদে) আট সংখ্যা।

নব-প্রবন্ধ

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৬, সেপ্টেম্বর) "যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নম্বর বাটী হইতে" তিনকড়ি ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'নব-প্রবন্ধ' নামে

একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র" ; ইহার মাসিক মূল্য ।০, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ ছিল।

'নব-প্রবন্ধ' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভ্যগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে ; এই সংখ্যার গোড়ায় "ভূমিকা"তে প্রকাশ :—

> সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণাবলে আমাদের নব-প্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ করিল। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও নব-প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম,... ।

'নব-প্রবন্ধ' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম ও ২য় বর্ষ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—২য় বর্ষ (১২৭৪ সাল)
কাসিমবাজার-রাজ লাইব্রেরি :—৩য় বর্ষ (১২৭৫ সাল)

বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা

১৮৬৬ সনের সেপ্টেম্বর (? আশ্বিন ১২৭৩) মাসে বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি বৰ্দ্ধমান মহাজনটুলী ১১৭ নং ভবনে আর্য্যযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১২৭৩, ২২এ আশ্বিন তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

১২৭৪ সালের পৌষ মাসে 'বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত 'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন। বৰ্ত্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা সম্মিলিত হইল ; এবং সেই জন্য শিক্ষাদর্পণেরও পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল। বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্য হুগলি বুধোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পৌষ মাস পর্য্যন্তই বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকার মূল্যই প্রাপ্য রহিল। পর মাস হইতে গ্রাহকগণকে ডাক মাসুল সমেত বার্ষিক ১৷০ টাকা দিতে হইবে।...শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র।

মুর্শীদাবাদ সংবাদসার

'মুর্শীদাবাদ সংবাদসার' একখানি পাক্ষিক পত্র; খুব সম্ভব ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর (পৌষ ১২৭৩) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ৭ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

> সংবাদসার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরসিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তত্ত্ববিকাশিনী

১৮৬৭ সনের জানুয়ারি মাসে "তত্ত্ববিকাশিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে 'রহস্য-সন্দর্ভ' লেখেন :—

> "তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" এই অভিধানে এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করণ; পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথিব্যাদির বিবরণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকে।—'রহস্য-সন্দর্ভ', ৪ পর্ব্ব, ১৯২৩ সংবৎ, ৪০ খণ্ড, পৃ. ৪৮।

পল্লী-বিজ্ঞান

'পল্লী-বিজ্ঞান' বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় মাসিক পত্র; ইহার পূর্ব্বে 'সংস্কার-সংশোধিনী' অল্প দিনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। "ঢাকার অন্তঃপাতি জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত" রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ (১৮৬৭, জানুয়ারি) মাস হইতে 'পল্লী-বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। "এই মাসিকপত্রিকা ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ঢাকা—জৈনসার বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।"

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হয় :—

১। ভূমিকা
২। পল্লীবিজ্ঞান
৩। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা
৪। সময়
৫। গ্রাম্য বিদ্যালয়
৬। দেশের-প্রচলিত অব্দ
৭। ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত
৮। গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্পেন্সারী
৯। সেনেটরী কমিশন।

প্রথম সংখ্যা হইতে সম্পাদকের "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; ইহা হইতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে ঃ—

গ্রন্থ কি পত্রিকাদির উদ্দেশ্য এবং বিষয় লইয়াই ভূমিকা। তাবৎ লেখকদিগেরই উদ্দেশ্য মঙ্গলের পক্ষে, কার্য্যত যত দূরই পরিণত করিতে পারুন না কেন। উদ্দেশ্য এবং বিষয় যেরূপই হউক, তদ্দ্বারাই যে লেখকেরা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন এমন নয় ; লেখার প্রণালী এবং পারিপাট্যের প্রতি অনেক নির্ভর করিতেছে। আমরা সে বিষয়ে যার পর নাই সঙ্কুচিত আছি। সুতরাং ভূমিকা দীর্ঘ করার আয়াস পরিত্যক্ত হইল।

সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বক্তব্য প্রকাশ্য পত্রিকা এবং মুদ্রাযন্ত্র কি পদার্থ, এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশীয়েরা তদ্বিষয় একবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এইক্ষণে কত স্থানেই মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কত স্থান হইতেই না পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে ; কিন্তু পল্লীসমূহের অবস্থা সংশোধনোপযোগী গ্রাম্য পত্রিকার যে একটী অভাব তাহা এপর্য্যন্ত বিদূরিত হয় নাই। গ্রাম ও পল্লীসমূহের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। যে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যা ও শিক্ষার অভাব সে দেশ বিদ্বান্ নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে সভ্যতা নাই, সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, সেদেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটী মোচনের মানসে কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি। ইহার নাম "পল্লীবিজ্ঞান" রাখা গেল। যাহাতে পল্লীসমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের বিদ্যা ও শিক্ষার উপযুক্তরূপ চর্চ্চা হইতে পারে, যাহাতে আচার ব্যবহারাদি পরিমার্জ্জিত হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে এবং যাহা কিছু সাধারণের মঙ্গলের সহিত অনুস্যূত সেই সকল বিষয়ই এই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে। ইহাতে আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও আমরা ক্ষোভের কারণ বোধ করিব না। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, সচরাচর দেখা যাইতেছে যে অনেকানেক উদ্যোগের বিফলতাই পরিণামে একটী সদনুষ্ঠান সিদ্ধির কারণ হয়। আমরা এই পত্রিকা-খানিকে সেইরূপ একটী উদ্যোগ স্বরূপ জ্ঞান করি। শুভানুষ্ঠান যতটুকু হউক, তাহাই শুভ। দেখুন কিছুকাল পূর্ব্বে এই বিক্রমপুরে কতিপয় চতুষ্পাঠী ব্যতীত শিক্ষার স্থান ছিল না, এইক্ষণে বহু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পরমেশ্বর প্রসাদাৎ এই নীচ জলময় বিক্রমপুর কালে উচ্চ হইয়া উঠিবে এবং ইহাতে উচ্চতর এবং মহত্তর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

পত্রিকাখানি অর্থোপার্জ্জনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইহার "১০০ শত খণ্ড বিনা মূল্যে বিতরণীয়" ছিল। তৃতীয় সংখ্যার গোড়ায় এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

বিজ্ঞাপন।—এই পত্রিকা খানি যাদৃশ অকিঞ্চিৎকর, ইহার কোন মূল্য প্রত্যাশা না করিয়া এক শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ আশয়ে আমরা পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলাম। এক্ষণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেশীয় বিদেশীয় যে সংখ্যক ব্যক্তি গ্রহণেচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে ১০০ খণ্ডের অনেক অধিক ছাপাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিনিয়তই ছাপাইতে হইবে। সুতরাং কিছু না কিছু মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইল। তৎপক্ষে দুটী কারণ এই, আদৌ সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি পত্রিকা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছেন, বিনামূল্যে গ্রহণ তাঁহাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় নয়। বরং আমরা তাহাতে একপ্রকার অনুযোজ্য হইয়াছি। এমন কি পত্রিকার কত মূল্য দিতে হইবে, কেহ কেহ পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াও পাঠাইয়াছেন এবং কোন২ সম্পাদক প্রভৃতিও কিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ ১০০ খণ্ড পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে বিতরণ করিতে হইবেই হইবে। অতএব পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কতিপয় নিয়ম করা গেল।

১। পূর্ব্বে যে ১০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণের নিয়ম করা গিয়াছিল, তাহা স্কুল ও চতুষ্পাঠী সমূহে এবং যাঁহারা ঐরূপ পত্রিকা পাওয়ার বাসনায় প্রথমতঃ ডাক টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে।

২। ঐ ১০০ খণ্ডের অধিক যাহা বাহির হইবে তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য প্রেরণের ব্যয় সহ বার্ষিক ২ টাকা; তাহা অগ্রিম পাওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩। এই মূল্যদ্বারা যে কিছু টাকা উৎপন্ন হইবে, তাহা কাহারও নিজের স্বত্ব হইবে না, তাহা অত্রস্থ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া বিদ্যালয়টীর এবং পত্রিকার উন্নতির পক্ষেই ব্যয়িত হইবে।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম ১০ সংখ্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। একাদশ সংখ্যা হইতে সম্পাদন-ভার পড়ে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের উপর। একাদশ সংখ্যার গোড়াতেই মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে সম্পাদক-পরিবর্ত্তনের বিষয় জানা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন।—গত মাঘ মাসাবধি পল্লীবিজ্ঞান প্রচারারম্ভ হয়। এ দশ মাস কাল আমরা কোনরূপে কাগজখানি চালাইয়াছি। আমরা যে প্রকারের লোকই কেন না হই, আমাদের সময় নিতান্ত অমূল্যবান নয়। আমাদের প্রতি একটী বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত আছে। তাহার উন্নতির উপায় দেখা এবং তাহার তত্ত্বাবধারণই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এতকাল উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায়, অনুষ্ঠিত বিষয় অবশ্য আমাদিগকেই দেখিতে হইয়াছে। দেশের হিতৈষী—সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অথচ নিজে নিস্পৃহ হন, এমন কোন উপযুক্ত পাত্র ঘটে কি না যে তৎপ্রতি স্বচ্ছন্দান্তঃকরণে পত্রিকা খানির ভার অর্পণ করিতে পারি, এজন্য আমরা নিতান্ত ব্যগ্র ছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর এ পত্রিকাখানির ভার গ্রহণেচ্ছুক হওয়ায়, আমরা এ মাস [অগ্রহায়ণ] হইতে ইহার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলাম। ইহাতে পত্রিকার সহিত আমাদের যে একটী সম্বন্ধ, যদিও বা কার্য্যতঃ তাহার অভাব হইল, তথাপি পত্রিকার উন্নতিপক্ষে আমাদের ত্রুটী হইবে না। গ্রাহক এবং পাঠক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা পল্লীবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইতে ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের সম্বোধনে প্রেরণ করেন। মূল্য ও ডাক মাসুলের মুদ্রাও তাহারই নিকট পাঠান।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র দ্বাদশ সংখ্যা হইতে শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত হইত :—

গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞান' উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রমপুরের এদশা কেন ?...বিক্রমপুরের প্রাচীন জল প্রণালী সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, রাজপথ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা সর্ব্বনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রমপুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত যে কীর্ত্তিকলাপ উদরসাৎ করিয়াছে তাহা কি বলিব! এক্ষণে কীর্ত্তিনাশার উত্তর পারই প্রকৃত বিক্রমপুর গণ্য, উহাতে * ৪৫৭টী গ্রাম। অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ। যেরূপ এপারে, দক্ষিণ পারের গ্রাম সমূহও ঐ প্রকার বনাকীর্ণ। সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত, ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশের একাংশও নাই। একে নানা প্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে উত্তম পানীয় জল একেবারে অভাব বলিলে হয়। আবার বৃহৎ২ জলা ও জলগণ্ড আদিতে অপরিমিত জলমলাদি সঞ্চিত হইয়া দেশটীকেই একেবারে সমস্ত রোগের আকর—এমন কি শ্মশানভূমি প্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

...কোন মাঠ, কি ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিগে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যে লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্ব্বাংশে রাজাবাড়ী রামপাল্, মহাকাশী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর শ্যালদী বয়রাগাদী প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা দক্ষিণ যপ্‌শা ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান এমন কি সে সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের এ লেখা অবস্থা সম্মত কিনা প্রতীত হইবেক।

...নানা কারণে দেশটী নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এমন নয়, উপযুক্ত পথ ও জল প্রণালী অভাবে কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্য ব্যবসায় এবং সাধারণ গতায়াতের সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে। তবে কি না গতায়াত কে করিবে!...তিন দিক প্রায় লোক শূন্য হইয়াছে। এক দিকে এবং মধ্যে যে কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগেরও দিন২ সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। গত মারিতেই প্রায় ৩৪ হাজার লইয়া নাবিয়াছে। সুতরাং গতায়াতই বা কে করে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ই বা কাহার জন্য।...

---

* শ্রীনগরের অন্তঃপাতী ২৩০
রাজাবাড়ী ২২৭

'পল্লী-বিজ্ঞান' পত্রের ফাইল।—

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :—প্রথম বর্ষের সম্পূর্ণ ফাইল।

ইয়ং মেন্স লাইব্রেরি, জৈনসার, ঢাকা :—প্রথম বর্ষ হইতে দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫) পর্য্যন্ত। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি খণ্ডিত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষ, ১০-১১শ সংখ্যা। ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

প্রত্নকম্রনন্দিনী

১৮৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাশী হইতে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা "পৌর্ণমাসিকা"—অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' একখানি ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যত বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা ও প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা-বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত। সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও থাকিত, তবে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইত না।

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকমালা শোভা পাইত :—

ব্রহ্মাণ্ডকারুং করণাত্মলিপ্সুং কারুণ্যসিন্ধুং সমশক্তিমন্তম্।
বোধাব্ধিবেত্তং মননেন মান্যং বন্দেহমীশং জগদেকবন্ধুম্॥,
সৎসটীকসাঙ্গবেদদর্শনাদিকাশিনী সাধুবোধবর্দ্ধিনী হ্যনেকশাস্ত্রশালিনী।
রাজতাদসৌ সুচিত্তচিৎপ্রফুল্লকারিণী প্রত্নকম্রনন্দিনী চিরংধরাবিহারিণী॥

'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকার ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম তিন-চারি বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-৪০শ সংখ্যা (১৮৬৭-৭০)।

অবকাশ-বন্ধু

'অবকাশ-বন্ধু' একখানি মাসিক পত্র; ১২৭৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭) মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'নব-প্রবন্ধ' পত্রিকা লেখেন :—

অবকাশ-বন্ধু, মাসিক পত্র।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। কলিকাতা দরমাহাটা হইতে আশ্বিন মাস অবধি ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবগুলি মন্দ হইতেছে না। আশ্বিন মাসের পত্রে পাঁচটী প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে জন্মভূমি, কিংকাজো পশু, এবং যৌবনের উন্নত আশা, এই তিনটী উত্তম; কিন্তু যত সংক্ষেপে উহার বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবগুলিও প্রকাশ হয় নাই। আয়তনের ক্ষুদ্রত্বের এই একটী প্রধান অভাব।...এই পত্রের মাসিক মূল্য তিন পয়সা। (কার্ত্তিক, ১২৭৪, পৃ. ২২৪)

নব পত্রিকা

১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে, অর্থাৎ ১৮৬৭ সনের শেষাশেষি—'নব পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি ২৬৮ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ১২-২০ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত। 'নব পত্রিকা'য় ৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত।*

দ্রষ্টব্যঃ—'জ্ঞানসঞ্চারিণী', 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' ও 'ভারতরঞ্জন' পত্রের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। "নির্ঘণ্টে" এগুলির নাম কালানুক্রমিক ভাবে পাওয়া যাইবে। ১৬৯ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী'র প্রকাশকাল "১৮৪৫" না হইয়া "১৮৪৯" হইবে।

---

* Appendix (No. III) to the *Calcutta Gazette* for Wednesday June 10, 1868, quarter ending March 31st 1868.

সূচীপত্র